শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ইনস্টিটিউট

শ্রেণি – চতুর্থ
বিষয় – বাংলা
কবিতা – সবার আমি ছাত্র (তৃতীয় অংশ)

প্রশ্নগুলির উত্তর দাও:--

1) 'সবার আমি ছাত্র'- কবিতায় কাকে উদার বলা হয়েছে? কেন?

উঃ) কবিতাটিতে আকাশকে উদার বলা হয়েছে।

যার কাছে ছোট-বড়ো, ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ বলে কোনো ভেদাভেদ নেই, সবাই যার মনে সমান ভাবে স্থান পায় সে-ই উদার। তেমনই নীল আকাশের বুকে কত পাখি, পতঙ্গ, পোকামাকড় উড়ে বেড়ায়। কত মেঘ এসে চোখ রাঙায়, তর্জন গর্জন করে, কত রকেট, মহাকাশযান চলাচল করে। আকাশ কিন্তু তাতে একটুও বিচলিত না হয়ে সকলকে তার বুকে টেনে নেয়। তাই আকাশকে উদার বলা হয়েছে।

2) বায়ু আমাদের কী শিক্ষা দেয়? কীভাবে?

উঃ)বায়ু আমাদের তার মতো কর্মী হওয়ার শিক্ষা দেয়।

নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছোনোর জন্য যারা নির্দিষ্ট কাজ সঠিক সময়ে সম্পন্ন করে, একটুও সময় নষ্ট করে না তাদের কর্মী বলে। বায়ু নিরলস ভাবে প্রবাহিত হয়ে প্রকৃতিতে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই অক্সাইডের মধ্যে সমতা বজায় রেখে প্রতিনিয়ত মানুষের উপকার করে চলেছে। সে একটুও থেমে থাকে না। আমরাও যাতে আমাদের নির্দিষ্ট কাজ সঠিক সময়ে সুসম্পন্ন করতে পারি সেই শিক্ষাই বায়ু দেয়।

3)সাগরের কাছ থেকে আমরা কী শিক্ষা, কীভাবে পাই?

উঃ) সাগরের কাছ থেকে আমরা তার মতো রত্নাকর অর্থাৎ জ্ঞানভান্ডার হওয়ার শিক্ষা পাই।

সমুদ্রের তলায় সঞ্চিত আছে রাশি রাশি মূল্যবান খনিজ পদার্থ, পাথর ও রত্ন সামগ্রী। তাই সমুদ্রের অপর নাম রত্নাকর। আমরাও যাতে আমাদের মনকে নানাবিধ জ্ঞানপূর্ণ তথ্যসমৃদ্ধ করতে পারি যা আমাদের উন্নতি সাধনে সহায়ক হবে সেই শিক্ষা সাগর দেয়।

4) মাটি আমাদের কী শিক্ষা দেয়? কীভাবে?

উঃ) মাটি আমাদের তার মতো সহিষ্ণু হওয়ার শিক্ষা দেয়।

মাটির ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে কত গাছপালা, অট্টালিকা, কল-কারখানা। মাটি খুঁড়েই রাস্তা-ঘাট, ঘরবাড়ি ইত্যাদি বানানো হচ্ছে। অর্থাৎ খননকার্যেও তার বুকে কত আঘাত হানি আমরা। এত আঘাতেও মাটি কিন্তু একটুও প্রতিবাদ না করে নীরবে সব সহ্য করে। আমরাও যেন অল্প আঘাতে বিচলিত না হয়ে মাটির মতো সহ্য ক্ষমতা অর্জন করতে পারি সেই শিক্ষাই মাটি দেয়।

5) পাষাণ, ঝর্ণা, শ্যামবনানী আমাদের কী শিক্ষা দেয়?

উঃ) পাষাণ বা পাথরকে যেমন সহজে গলানো বা টলানো যায় না তেমনই আমরাও যেন পাথরের মতো কঠোর হতে পারি, যাতে অল্প আঘাতে আমরা ভেঙে না পড়ি ও আমাদের কর্তব্য থেকে বিচ্যুত না হই।

পাহাড়ের গা বেয়ে সশব্দে নেমে আসে ঝর্ণা, আমাদের প্রাণে সে নতুন সুরের আবহ জাগায়। আমরাও যেন সেই অনুপ্রেরণা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে সুর-তাল-ছন্দ-লয়ে সৃষ্টিশীল হয়ে উঠতে পারি, ঝর্ণা সেই শিক্ষাই দেয়।

শ্যামবনানী বা সবুজ বন আমাদের সরসতা বা শীতলতা দানের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও যাতে আমাদের মনকে সরস, শীতল ও সহানুভূতিপ্রবণ করে তুলতে পারি সেই শিক্ষাই দেয়।

6)'এই পৃথিবীর বিরাট খাতায়'- পৃথিবীকে কেন বিরাট খাতা বলা হয়েছে?

উঃ) খাতায় যেমন বিভিন্ন পাঠ্য বিষয় লিপিবদ্ধ করা থাকে ঠিক তেমনই এই বিশাল পৃথিবীর প্রকৃতি ভাণ্ডারে নানা শিক্ষণীয় বিষয় আছে যা থেকে আমরা সহজেই প্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরণ করতে পারি। তাই পৃথিবীকে বিরাট খাতা বলা হয়েছে।

7)'বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর'- একথা কেন বলা হয়েছে?

উঃ) বিশ্ব কথাটির অর্থ পৃথিবী আর পাঠশালা বলতে বুঝি বিদ্যালয়। "সবার আমি ছাত্র" কবিতায় কবি বলতে চেয়েছেন যে পাঠশালা থেকে শিক্ষার্থীরা যেমন শিক্ষা গ্রহণ করে তেমনই এই পৃথিবীর প্রকৃতির মাঝে ছড়িয়ে থাকা অজস্র উপাদানের মধ্যে রয়েছে নানা শিক্ষণীয় বিষয়। আর এই শিক্ষা পুঁথিগত নয় সর্বাঙ্গীণ এবং প্রয়োজন অনুযায়ী যখন খুশি এই শিক্ষা গ্রহণ করা যায়। তাই কবি একথা বলেছেন।

বিঃদ্রঃ

- **ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ যদি বুঝতে সমস্যা হয়, তবে নিজের বক্তব্য Comment Box- এ পাঠাও।**
- **নিজের নাম, শ্রেণি, বিভাগ, ক্রমিক সংখ্যা ও যোগাযোগ নম্বর উল্লেখ করবে।**
- **আমরা সরাসরি তোমাদের সাথে যোগাযোগ করে নেবো।**